বিষয়বস্তুঃ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সম্পর্কে ইসলাম

মুহার্‌রম মাসের প্রথম জুমুআর বয়ান

(২রা মুহার্‌রম ১৪৪৪ হিজরী, ২১শে জুলাই ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ১০৪

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ

সম্মানিত সুধীবৃন্দ ! আজ মুহার্‌রম মাসের ২ তারিখ, প্রথম জুমুআ। আজ আমি অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কাকে বলে এবং এ সম্পর্কে ইসলামের স্বচ্ছ ধারণা কী ? এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করার চেষ্টা করব, ইনশা আল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন করীমের সূরা নিসার ৬৫ নম্বর আয়াতে বলেছেনঃ

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

"হে নবী ! আপনার পালনকর্তার কসম; তারা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের আপোষের বিবাদ সমাধান করার জন্য আপনাকে বিচারক না বানাবে।"

আমরা এ আয়াত দ্বারা বুঝতে পারলাম যে, যারা নিজেদের আপোষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ কিংবা কোন সমস্যা দেখা দিলে, তার মিমাংশার জন্য কুরআন ও হাদীসের ফয়সালার শরণাপন্ন হয় না বরং দুনিয়ার কোন মানুষের তৈরি করা আইন-কানুনের শরণাপন্ন হয়, তারা প্রকৃত ঈমানদার নয়।

সুধী বন্ধুগণ ! আমরা মুসলমান। আমরা ঈমানদার হয়ে কখনও কুরআন ও হাদীসের ফয়সালা বিরোধী কোন আইন মেনে নিতে পারি না। অর্থাৎ ধর্মীয় বিষয়ে আঘাত হানে এমন কোন আইন মেনে নিতে পারি না। কেননা, ভারতের সংবিধান এ বিষয়ে আমাদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান

করেছে। তবে সংবিধানের ফৌজদারি বিধান তথা চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাবি, ধর্ষণ, কিডন্যাপ এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের দণ্ড বিধি গুলি আমরা সকলে ঐক্যমতে মেনে চলি। কেননা সংবিধানে এ বিষয়টি সকলকে মানতে আদেশ করা হয়েছে। আর আমরা প্রথমত ভারতীয় নাগরিক এবং দ্বিতীয়ত মুসলিম হয়ে সংবিধানের আইনকে লঙ্ঘন করতে পারি না।

মনে রাখবেন, বর্তমান মোদি সরকার আগামী ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পূর্বেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রস্তাব পাস করতে চলেছে। যার মাধ্যমে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ভারতের সকল নাগরিকদের জন্য একই আইন লাগু করা হবে। যেটা সংবিধান বিরোধী হওয়ার কারণে আমরা কখনই মেনে নিতে পারি না। আজ আমরা এই 'অভিন্ন দেওয়ানি বিধি' সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে কিছু জানা বোঝার চেষ্টা করব, ইনশা আল্লাহ।

জেনে রাখা দরকার, অভিন্ন দেওয়ানি বিধিকে ইংরাজি

ভাষায় বলা হয় 'ইউনিফর্ম সিভিল কোড'। যার সংক্ষিপ্ত নাম হল, ইউ সি সি। ইউনিফর্ম মানে অভিন্ন বা একক, আর সিভিল মানে দেওয়ানি এবং কোড মানে বিধি বা আইন। আর এই অভিন্ন দেওয়ানি বিধির অর্থ হল, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ভারতে বসবাসকারী সকল শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য একই আইন তৈরি করা। অর্থাৎ হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ কোন নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষের জন্য 'পার্সোনাল ল' তথা স্বতন্ত্র ধর্মীয় আইন বলে কিছুই থাকবে না। যেটা সম্পূর্ণ সংবিধান বিরোধী।

মনে রাখবেন, এই ইউনিফর্ম সিভিল কোড কার্যকর হলে ভারতের সকল নাগরিকদের জন্য কয়েকটি দেওয়ানি মামলা সম্পর্কে একই রকম বিধান লাগু করা হবে। যেমন ধরুনঃ বিয়ে, বিবাহবিচ্ছেদ, সন্তান দত্তক নেওয়া এবং সম্পত্তি ভাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে সকলের জন্য একই আইন প্রযোজ্য হবে। যার ফলে ধর্মীয় স্বাধীনতা বলে কিছুই থাকবে না। মনে রাখবেন, যদি ভারতবর্ষে এই

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হয়, তাহলে এর পরিণাম হবে খুবই ভয়ংকর।

যদি বলেনঃ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হলে কী ক্ষতি? তার উত্তরে বলবঃ আমরা শুনলে হয়ত অবাক হব, এই ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতি ও উপজাতি মিলে প্রায় ৬৪৫টি জনগোষ্ঠী বসবাস করে। তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র বিধি-বিধান আছে। ভারতীয় সংবিধানে সকলকে নিজস্ব ধর্মের বিধি-বিধান মেনে চলার পূর্ণ অধিকার দেওয়া আছে।

এখন বড় মজার বিষয় হল, যদি সকলকে একই বিধান মানতে বাধ্য করা হয়, তাহলে খুবই সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। হয় সংবিধানের ধারা পরিবর্তন করতে হবে, তা না হলে জোরপূর্বক আইন প্রয়োগ করতে হবে। ফলে দেশের মধ্যে গৃহযুদ্ধ লেগে যাবে। যার পরিণাম খুবই ভয়ংকর হবে।

এই জন্যেই তো ইতিপূর্বে ২০১৮ সালে ২১তম আইন কমিশন এই অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রস্তাব পাস করতে

সক্ষম হয়নি। কিন্ত এবারের ২২তম আইন কমিশন আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করি, এরা এবারেও যেন ব্যর্থ হয়। সকলে বলিঃ আমীন।

মুহতারম ভাই সকল ! এবার আমরা জানব যে, অভিন্ন দেওয়ানি বিধির এ প্রস্তাব মূলত কাদের স্লোগান ? অর্থাৎ এর পিছনে উদ্যোক্তা কারা ? এবং তাদের উদ্দেশ্যই বা কী?

এবিষয়ে আলোচনার পূর্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা জেনে রাখা দরকার, বর্তমান ভারতবর্ষে আমাদের হিন্দু ভাইদের একটি সংগঠন আছে। যার নাম হল, আর এস এস অর্থাৎ 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক' সংঘ। এই সংগঠনের জন্ম ১৯২৫ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বরে। জেনে রাখা দরকার, ইন্টারনেট সার্চ করলে এই সংগঠনের কিছু মৌলিক নীতিমালা সম্পর্কে আমরা জানতে পারব যে, এরা প্রথম থেকেই স্বাধীনতা আন্দলোন বিরোধী ছিল।

শুধু তাই নয়, বরং স্বাধীনতার পর থেকে ভারতবর্ষের

আপামর নিরপেক্ষ জনতা সাংবিধানিক পদ্ধতিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে যখনই কোন সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছে, তখনই এরা বিরোধিতা করেছে। আরও সার্চ করলে জানা যায় যে, এরা স্বাধীনতার পর থেকে এই ৭৬ বছর পর্যন্ত একটি বছরেও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কোন পতাকা উত্তোলন করিনি। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় হল, এরা নিজেদেরকে বড় দেশপ্রেমী বলে দাবি করে। আর যারা প্রকৃতপক্ষে দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছে তাদেরকে বলে দেশদ্রোহী। কথায় বলেঃ চোরের মায়ের বড় গলা।

যাইহোক এবার আমরা মূল বিষয়ের দিকে ফিরে আসি। মনে রাখবেন, অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রস্তাব হল, মূলত আর এস এস সংগঠনের মৌলিক পাঁচটি এজেন্ডার মধ্যে একটি অন্যতম এজেন্ডা। যেগুলি তারা ভারত স্বাধীনের পরেই গ্রহণ করেছিল। (১) অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ, (২) কাশ্মীর থেকে সংবিধানের ৩৭০ ধারা রদ করা, (৩) অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, (৪) দেশজুড়ে গোহত্যা

নিষিদ্ধকরণ আইন, (৫) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন।

জেনে রাখা দরকার, প্রথম দু'টি এজেন্ডা অর্থাৎ রামমন্দির নির্মাণ ও সংবিধানের ৩৭০ ধারা রদ, এদু'টি এজেন্ডা তো পাশ করেই নিয়েছে। যেমন অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের কাজ জোরকদমে চলছে। ২০২৪ সালের মকর সংক্রান্তিতে খুলে যাবে রাম মন্দিরের দরজা। আর কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা তো কবে উঠে গিয়ে ইতিহাস বেনে গেছে। বাকি থাকল ৩টি এজেন্ডা। সেই ৩টির মধ্যে এবারের এজেন্ডা হল, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি। যার মূল স্লোগান হল, এক দেশে এক প্রধান, এক বিধান, এক নিশান। স্লোগানটি শুনে মনে হচ্ছে যেন, খুবই সুন্দর চমৎকার একটি প্রস্তাব। কিন্তু এর উদ্দেশ্য খুবই ভয়ংকর।

মনে রাখবেন, এরা নিজেদের মিশনে একের পর এক সফল হতেই চলেছে। আর আমরা মুসলমানরা এখনও গভীর নিদ্রায় ঘুমিয়ে আছি। হয়ত আমাদের অবস্থা ঠিক এমন হতে চলেছে, যেমন কিনা মুঘল সম্রাটদের শেষ

সম্রাট বাহাদুর শাহ যফরের হয়েছিল। তিনি এবং তার দরবারী লোকেরা ভোগ বিলাসিতায় বিভোর ছিলেন। এমতাবস্থায় যখন তাঁকে সংবাদ দেওয়া হল যে, আজ্ঞে জাঁহাপনা ! ইংরেজ সৈন্যরা তো দিল্লি জয় করতে প্রায় নিকটে এসে গেছে। এবার আমাদের সকলকে প্রস্তুতি নিতে হবে। তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেনঃ ‘হুনূয দিল্লি দূর আস্ত’ অর্থাৎ দিল্লি এখনও দূরে আছে। একথা বলে খবরটির প্রতি কোন গুরুত্ব দিলেন না। অবশেষে ইংরেজরা দিল্লির মসনদ দখল করে নিল। আর ওদিকে বাদশা যফর ধরাশায়ী হলেন। যারফলে এই ভারতবর্ষের যমীনে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটল। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বোঝার তাওফীক দান করুন।

সম্মানিত ঈমানদার ভাই সকল ! আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে বিবেক, বুদ্ধি সবই দিয়েছেন। তাই আমরা একটু ভেবে দেখি, আমাদের উপর যুলুম-অত্যাচার দিন দিন বেড়ে চলেছে কেন ? এরা একের পর এক সমস্ত

এজেন্ডা পাশ করতে সফল হচ্ছে কেন ? মনে রাখবেন, এসব কিছু আমাদের কৃতকর্মের ফল। আমরা নেকীর রাস্তা বাদ দিয়ে পাপের রাস্তা বেছে নিয়েছি। ন্যায়ের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে অন্যায়ের রাস্তা অবলম্বন করেছি।

আমরা সকলেই অবগত আছি যে, এই পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার দিন থেকে ভোটের ফলাফল বের হওয়ার পর এ পর্যন্ত প্রায় ৫০ জনের অধিক মানুষ হত্যা হয়েছে। যারা হত্যা হয়েছে এবং যারা হত্যা করেছে, তারা অধিকাংশ কারা ? তদন্তের পর একটি সমীক্ষায় জানা গেছে যে, তাদের মধ্যে ২/৩ জন বাদে প্রায় সকলেই মুসলিম। তাহলে বলুন, এই মুসলিম জাতির উপর আল্লাহর গযব কেন নেমে আসবে না ? আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হিফাযত করুন।

মুসনাদে আহমাদের ২৬৫৯৬ নম্বর হাদীসে হযরত উম্মে সালামাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

اِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَاصِيْ فِيْ أُمَّتِي عَمَّهُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِه

"যখন আমার উম্মতের মধ্যে প্রকাশ্যে পাপ ও অন্যায় কাজ হবে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলকে নিজের পক্ষ থেকে আযাবে গ্রেপ্তার করবেন।" আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হিফাযত করুন, আমীন।

সুধী বন্ধুগণ ! এবার আসুন আমরা আলোচনা করব, এই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী ? মনে রাখবেন, ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। আলহামদুল্লিল্লাহ ! আল্লাহ রব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবানী যে, তিনি আমাদেরকে এমন একটি ধর্ম দান করেছেন। যে ধর্মের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে সকল ধর্মের মানুষদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা প্রদানের পাশাপাশি নিজস্ব ধর্মীয় বিধি-বিধান মেনে চলার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা প্রমাণ স্বরূপ হাদীসের আলোকে দু'টি ঘটনা লক্ষ্য করি।

প্রথম ঘটনাঃ

যখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে মদীনায় এসেছিলেন, তখন মদীনার অধিকাংশ বাসিন্দারা ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ছিল। তাদের মধ্যে বহু মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিল। আবার অধিকাংশ মানুষ তখনও ইসলাম গ্রহণ করি নি। তবুও সেই অবস্থায় মদীনাতে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

জেনে রাখা দরকার, মদীনাতে মুসলমানরা ছিল শক্তিশালী। আর অমুসলিমরা ছিল দুর্বল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনও হাদীসের মধ্যে একটি প্রমাণও দেখাতে পারবেন না যে, নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীরা জোরপূর্বক কাউকে ধর্মান্তরিত করেছেন। কিংবা কাউকে এন আর সী করে মদীনা থেকে বের করে দিয়েছিলেন। অথবা সেখানকার সকল নাগরিকদেরকে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করে একই ধর্মীয় আইন মানতে বাধ্য করেছিলেন। বরং এ সম্পর্কে একটি ঘটনা লক্ষ্য করুন, তাহলে বুঝতে পারবেন।

সহীহ বুখারীর ৪৫৫৬ নম্বর হাদীসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ

أَنَّ الْيَهُوْدَ جَاءُوْا اِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا

“একবার মদীনার ইয়াহূদীরা তাদেরই মধ্য থেকে একজন মহিলা ও একজন পুরুষকে ধরে নিয়ে এসে বললঃ হে মুহাম্মাদ ! আমাদের মধ্যে এ দুইজন নারী-পুরুষ যেনা অর্থাৎ ব্যভিচার করেছে। আপনি এদেরকে শাস্তি দিন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেনঃ তোমারা তোমাদের ধর্মীয় বিধি অনুযায়ী ব্যভিচারিদেরকে কী শাস্তি দিয়ে থাক ? তারা বললঃ ওই একটু মুখ কালো করে এবং হালকা ফুলকা মারধর করে ছেড়ে দিই।

নবীজি বললেনঃ তোমরা কি তাওরাতের মধ্যে রজম অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করার শাস্তি পাও না ? ইয়াহূদীরা বললঃ না। মজলিসে তখন বসেছিলেন একজন বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রযি)। তিনি ইসলাম

গ্রহণের পূর্বে একজন ইয়াহূদী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বললেনঃ তোমরা মিথ্যা বলছ। যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে যাও তাওরাত নিয়ে এসো এবং সেটা খুলে পড়ে দেখ।

একজন ইয়াহূদী পণ্ডিত তাওরাত নিয়ে এসে পড়া আরম্ভ করল। পণ্ডিত যখন পড়তে পড়তে ব্যভিচারের শাস্তি রজমের কথার কাছে পৌঁছল, তখন সে রজমের আয়াতের উপরে হাত রেখে সেটা গোপন করল। আর তার আগে পিছে পড়তে লাগল। এখানে একটি কথা মনে রাখবেন, ইয়াহূদী জাতির চিরাচরিত স্বভাব হল, সত্যকে গোপন করা। এদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতের মধ্যে শেষ নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিদর্শন সমূহ ও তাঁকে নবী বলে মেনে নেওয়ার কথা উল্লেখ ছিল। কিন্তু এরা সেগুলি তাওরাত থেকে মুছে দিয়ে গোপন করেছিল। কিছু মনে করবেন না ! এটা এদের বাপ-চাচাদের সূত্রে পাওয়া পৈতৃক স্বভাব।

যাইহোক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রযি) ইয়াহূদী পণ্ডিতের এই কান্ড দেখে বললেনঃ এটা কী হচ্ছে ? ওখান থেকে হাত সরাও দেখি, কী লেখা আছে ? তারপর যখন হাত হটাল, তখন দেখা গেল রজমের আদেশ লেখা আছে। অবশেষে তাদেরকে রজমের শাস্তি দেওয়া হল।”

সুধী বন্ধুগণ ! এ ঘটনা দ্বারা বোঝা গেল যে, মদীনাতে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকলেও ইয়াহুদী ধর্মের মানুষদের জন্য তাদের ‘পার্সোনাল ল’ অর্থাৎ নিজস্ব ধর্মীয় বিধি মেনে চলার অধিকার ছিল।

দ্বিতীয় ঘটনাঃ

ইসলামী ইতিহাসের প্রাচীন কিতাবগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় কিতাব হল, তারীখে তবারী। যার নাম হল, ‘তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক’। ইমাম তবারী (রহ) যার মৃত্য ৩১০ হিজরীতে, তিনি এই কিতাবের মধ্যে হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে তাঁর যমানা পর্যন্ত পৃথিবীতে যত নবী ও বাদশাহ এসেছিলেন সকলের

ইতিহাস লিখেছেন।

এই তারীখে তবারীর ৩ খণ্ডের ১০৪ নম্বর পৃষ্ঠায় লেখা আছে, ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রযি) নিজের শাসন আমলে ফিলিস্তিন জয় করার পর যখন জাবিয়া নামক জায়গায় পৌঁছলেন, তখন সেই অঞ্চলের ইলিয়াবাসী ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের সঙ্গে সুলাহ অর্থাৎ চুক্তি করেছিলেন। আজও পর্যন্ত সেই চুক্তিনামাতে লেখা আছে,

بسم الله ا لرحمن الرحيم , هٰذَا مَا أَعْطٰى عَبْدُ اللهِ عُمَرُ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَهْلَ اِيْلِيَاءَ مِنَ الْأَمَانِ أَعْطَاهُمْ اَمَانًا لِأَنْفُسِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ وَلِكَنَائِسِهِمْ وَ صُلْبَانِهِمْ

"আল্লাহর নামে শুরু করছি। যিনি বড় মেহেরবান ও অতি দয়ালু। এটা ওই চুক্তিনামা যেটা মুসলিমদের অধিপতি আল্লাহর বান্দা উমর ইলিয়াবাসীদের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সম্পন্ন করেছেন। তিনি তাদের প্রাণ, সম্পদ, ধর্মস্থান তথাঃ চার্চ ও গির্জাঘর ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে নিরাপত্তা দান করেছেন।" দেখুন একটি ইসলামী রাষ্ট্র সে দেশে বসবাসকারী অমুসলিমদের জন্য কত সুন্দর উদারতা ও

মানবিকতার আদর্শ পেশ করতে পারে।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ ! এবার আমরা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব, এই অভিন্ন দেওয়ানি বিধির কালা কানুন রদ করার উপায় ও প্রতিকার সম্পর্কে।

জেনে রাখা দরকার, গত কয়েকমাস আগে ভুপালের একট দলীয় সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রস্তাব পাস করার কথা বলেছিলেন। সাথে সাথে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মহারাষ্ট্রের একটি জনসভায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি পাস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তারপর কেন্দ্র সরকার গত জুন মাসের শুরুতে ভারতের এই ২২তম আইন কমিশনকে এ বিষয়ে দায়িত্ব অর্পণ করেন। কিন্তু আইন কমিশন চাইলেই এ প্রস্তাব পাস করতে পারে না। কেননা এটা সংবিধান বিরোধী কাজ। বরং এর জন্য প্রয়োজন অধিকাংশ নাগরিকের জনমত। জনগণের মতামতের ভিত্তিতে এ আইন পাস করা যেতে পারে। তাই গত জুন মাসের শুরুতে আইন কমিশন

দেশের বিভিন্ন জাতি উপজাতি ও বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনকে নিজেদের জনমত পেশ করার জন্য এ মাসের ১৪ জুলাই পর্যন্ত সময়সীমা নির্ধারণ করে দেন।

গত শুক্রবার আইন কমিশনের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছিল। আমরা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে তা দেখেছি। তাতে বলা হয়েছে যে, এ পর্যন্ত এ বিষয়ে অনলাইনে প্রায় ৫০ লক্ষ ব্যক্তি ও বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনের মতামত জমা পড়েছে। আলহামদু লিল্লাহ কলম পত্রিকার বিবৃতি অনুযায়ী তার মধ্য থেকে অধিকাংশ মতামত বিরুদ্ধে পড়েছে। সে জন্য আইন কমিশন এই বিতর্কের কারণে আবার সেই সময়সীমা আগামী ২৮ জুলাই পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা দুআ করি, আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দয়ায় যেন এর স্বপক্ষে যেন বেশি মতামত না পড়ে।

এখন প্রশ্ন হল, আমরা অনলাইনে কীভাবে মতামত পাঠাব ? মনে রাখবেন, এ সম্পর্কে অনলাইনে জমিয়তে উলামা এবং ‘মুসলিম পার্সোনাল ল’ বোর্ডের পক্ষ থেকে

একটি বারকোড দেওয়া আছে। সেটাকে স্কান করলে আমাদের মোবাইলে জি মেল আইডি ওপেন হবে। তারপর সেখানে বয়াননামায় ইয়েস/নো চিহ্নতে টিক লাগিয়ে এবং নিজের নাম ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর লিখে সেন্ড করে দিলে আমার আপনার মূল্যবান মতামত ভারতীয় আইন কমিশনের কাছে পৌঁছে যাবে। এখনও সুযোগ আছে, আমরা যারা এখনও এটা করিনি, দয়া করে তারা দ্বীনের খাতিরে অতি সত্ত্বর এটা করে নিব, ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সজাগ ও সচেতন থাকার তাওফীক দান করুন, আমীন। ইয়া রব্বাল আলামীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল